স্বীকারোক্তি

সৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায়

না,
আমরা সেরকম কবিতা লিখতে পারিনি।

যে রকম কবিতা লিখলে
উজ্জ্বল বসন্তে বন্ধুদের কাঁধে হাত রেখে
চলে যাওয়া যায় সুবর্ণরেখা।

ঠিক যে রকম কবিতায়
ফিরে আসো তুমি—বাসস্টপে একা,
সেরকম বৃষ্টির কবিতা আমরা লিখতে পারিনি।

বা সেরকম কবিতা,
যা আমাদের ফিরিয়ে দেয়
আমাদের ফেলে আসা জ্যোৎস্নার বাড়ী,
এনে দেয় জঙ্গলে মহুয়ার দিন।

আমরা সে রকম কবিতা লিখতে পারিনি
যার অক্ষরে অক্ষরে আকাশের মেঘ,
যার শরীরে গত জন্মের হাসনুহানার গন্ধ,
না, আমরা লিখতে পারিনি সে রকম কবিতা।

আমরা শুধু চাঁদের কাছাকাছি গিয়েছি,
আর চাঁদের গায়ে এঁকেছি কলঙ্ক,
সমুদ্রের কাছাকাছি গিয়েও
ছুঁতে পারিনি ঢেউ,

আর কবিতার কাছে গিয়ে
সে রকম কবিতা লিখতে পারিনি বলে

শুধু বিজ্ঞাপন খুঁজে গেছি... ... ...

গান

জয়দেব চক্রবর্তী

আমার হস্তে ধৃত চাঁদ
খুলছে গভীর মরণফাঁদ।

সহসা ওর এমনতরো ছল
শূন্যতারই বর্ধিত অঞ্চল...

এসব আমি মেনে নিয়েছি মানবোইতো
আমিতো নই এই আমি যা তাহার মতো!

কাহার মতো? ছুটতে ছুটতে জলকে এলো কেউ
প্রণয় গাঁথা জড়িয়ে ছোটে আনুপূর্বিক ঢেউ।

উত্তরে যায়, দক্ষিণে যায়—শীর্ষদেশের ছটা
লাগলো বলেই বাজিয়ে দিলাম চন্দ্রিল সোনাটা।

অবৈধ

সরোজ দরবার

রোদ্দুর নিয়ে আমাদের যত আদিখ্যেতা
এই শীতকাল এলেই,
বছরের বাকিটা সময়
বাংলাভাষার মত সে সঙ্গেই থাকে
দরকার লাগে না বলে
আমরা বিশেষ খোঁজখবর রাখি না।

তাই দুর্দান্ত এই মিডিয়ার যুগেও
বেমালুম রোদ্দুর চুরি হয়ে গেল,
ইংরিজি নামাবলির সব ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে
কালো কাচের শৌখিন গাড়ি থেকে
সংস্কৃতির ফুল ফোটানো হলঘর থেকে
ঘুমচোখো ক্রেসের কাচের শার্সি থেকে
রোদ্দুর মিলিয়ে গেল

আমরা অবশ্য মাথায় রাখি না
এইসব কাব্যিভরা কথা,
শুধু আমাদেরই কেউ কেউ আচমকা
কাচের ওপার থেকে নাকি দেখেছে
রোদে পোড়া কিছু তামাটে ত্বকের সাথে
রোদ্দুরের সে কী আদিখ্যেতা!